ফির'আউনদের খেলা

প্রথম ফির'আউনের জাদুকর থেকে শুরু করে আল-সা'উদের জাদুকর পর্যন্ত

আশ-শাইখ আল-ইমাম ফারিস আয্ব-য্বহরানী
تقبله الله

AHLUL HAQQ
publications

ফির'আউনদের খেলা

আবূ সালমান ফারিস ইবনু আহমাদ আলুশ-শুওয়াইল আয্‌-য্‌হরানী

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:

AHLUL HAQQ
publications

لعبة الفراعنة

ফির'আউনদের খেলা

من سحرة فرعون الأول الى سحرة فراعنة آل سعود!

প্রথম ফির'আউনের জাদুকর থেকে শুরু করে আল সা'উদের ফির'আউনের জাদুকর পর্যন্ত।

মূল শিরোনাম: "আমরা তোমাদের শুধু তাই দেখাই যা আল-সা'উদ দেখে, আর আল-সা'উদ তোমাদের শুধু হিদায়াতের পথেই পরিচালিত করবে।"

তথ্যসূত্র: আশ-শাইখ আল-ইমাম ফারিস আয্-য্হরানী تقبله الله এর একটি অডিও লেকচার থেকে ইষৎ পরিমার্জিত আকারে....

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর আনুগত্যকারীদের সম্মানিত করেন এবং তাঁর অবাধ্যদের অপদস্থ করেন; যিনি অত্যাচারীদের পরাজিত করেন, সম্রাটদের কারাবন্দী করেন, কিসরাদের[1] মাথা চূর্ণ করেন, এবং

[1] *পারস্যের শাসক। খসরুও বলা হত।*

য্বলিম ত্বগ্বূতদের (মিথ্যা উপাস্যদের) কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এটি আল্লাহর সুন্নাহ (চিরাচরিত নীতি) — আপনি আল্লাহর সুন্নাহয় কোনও পরিবর্তন বা বিকৃতি পাবেন না।

আল্লাহর রহমাত ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মুজাহিদদের ইমামের ওপর, যিনি ত্বওয়াগ্বীতদের প্রতি ঘোষণা দিয়েছিলেন, "আমি তোমাদের জন্য যবহ নিয়ে এসেছি,"[2] এবং যিনি বলেছিলেন, "আমি হাস্যোজ্জ্বল ক্বতলকারী।"[3] অত:পর,

ব্যক্তি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বর্তমান সময়ের ত্বওয়াগ্বীতের কর্মকাণ্ড বিবেচনা করে, বিশেষ করে মুজাহিদীনের সত্যের অনুসারীদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে, সে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে তাদের মধ্যে একটি ফির'আউনী প্রবৃত্তি রোপিত হয়েছে। এটি বিভিন্ন দিক থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, যার কিছু অংশ আমরা এই নিবন্ধে আলোচনা করব। কেননা তারা এখন ছড়িয়ে পড়েছে এবং আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছে। তারা সত্যের অনুসারীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট পতাকার অধীনে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং এই অভিযানের জন্য তারা তাদের উপলব্ধ সৈন্য, যাদুকর, 'উলামা, লেখক, সাংবাদিক এবং সম্প্রচারকদের উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এত কিছুর পরও তারা দালীল সহকারে সত্যের মুখোমুখি হতে পারছে না, তারা তা প্রমাণ বা সরাসরি বিতর্কের মাধ্যমে মোকাবিলা করতে পারছে না। বরং, তারা কেবল নিজেদের অনুসারীদের সাথেই বিতর্কের আয়োজন করে, যারা তাদের পথ ও পদক্ষেপ অনুসরণ করে। এই বিতর্কগুলো তারা তাদের নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে আয়োজন করে, যেমন: প্রথম জবরদখল: চ্যানেল ১, দ্বিতীয় জবরদখল: চ্যানেল ২, তৃতীয় জবরদখল: আল-'আরাবিয়্যাহ চ্যানেল, চতুর্থ জবরদখল: আল-মাজদ চ্যানেল, পঞ্চম জবরদখল: এম.বি.সি. চ্যানেল, এবং আরও অনেক চ্যানেল, সেই সাথে রেডিও স্টেশন এবং সংবাদপত্র যেমন আশ-শারক্ব আল-আওসাত, উকাস, আল-হায়াত, আল-ওয়াত্বন, আর-রিয়াদ, আল-

---

[2] *আল-ইমাম আহমাদ তাঁর "মুসনাদে" বর্ণনা করেছেন।*

[3] *তাফসীরু ইবনু কাসীর: ২/৭১; ২/৪০২*

বিলাদ, আল–জাজিরাহ ইত্যাদি। এছাড়াও তাদের 'উলামাগণ যারা একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাদের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করেছে মিম্বার, বক্তৃতা, উপদেশ এবং টেপের মাধ্যমে।

আমি বলি: এরা সবাই মিলেও প্রকৃত শারী'আহ ও 'ইলমের উসূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত আহলুল হাক্ক তথা হক্কপন্থিদের সাথে সত্যিকারের সংলাপে অক্ষম। তারা তা জানে, আর স্বাধীন মুজাহিদীনদের প্রশ্নের কোন জবাবই তাদের নিকট নেই, বস্তুত এগুলো হলো নিগূঢ় প্রশ্ন যা ইসলামী শারী'আহর ওপর গভীর গবেষণার পর উপস্থাপন করা হয়েছে ও মূলত তাদের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য মাধ্যমগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। তারা মুজাহিদীনদের প্রকাশনাগুলো ও আহ্বান শুনতে পেয়েছে, তবে সত্য ও নিরপেক্ষতার সাথে উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ ত্বওয়াগ্বীতের হাতুড়ি তাদেরকে আঘাত করবে।

এবং উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো রয়েছে:

- যেসব শাসক আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা ফয়সালা করে না, এবং হুদুদ ও শর'ঈ বিধান বাস্তবায়নকে অকার্যকর করে রেখেছে — তাদের বিধান কী?

- আর যারা আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ত্বগূতের আইনের দ্বারা মধ্যস্থতা করে — তাদের বিধান কী?

- যেসব শাসক আল্লহু তা'আলার বিধানের পাশাপাশি নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী আইন তৈরি করে এবং নিজেদের জন্য ইলাহী গুণ ও বৈশিষ্ট্য দাবি করে — তাদের বিধান কী?

- যেসব শাসক হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম ঘোষণা করে — তাদের বিধান কী?

- যেসব শাসক নানাবিধ কৌশলে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় — কখনো প্রলোভন দিয়ে, কখনো আতঙ্ক সৃষ্টি করে — তাদের বিধান কী?

- যেসব শাসক মানুষকে আল্লহ্ তা'আলার দীন ও বিশুদ্ধ তাওহীদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং দিবারাত্র ষড়যন্ত্র করে এগুলোর সাফল্য কামনা করে — তাদের বিধান কী?

- যেসব শাসক আল্লাহ, তাঁর দীন, তাওহীদ ও জিহাদ হিসেবে যা পাঠিয়েছেন তা ঘৃণা করে — তাদের বিধান কী?

- যেসব শাসক আল্লহর দীন ও তাঁর আওলিয়াদের (বন্ধুদের) উপহাস করে — তাদের বিধান কী?

- যেসব শাসক আশ-শিরকুল আকবর (বড় শিরক)কে সমর্থন করে, অনুমোদন দেয়, পরিবর্তন করে না এবং পরিবর্তনের সুযোগও দেয় না — তাদের বিধান কী?

- যেসব শাসক ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানসহ উম্মাহর শত্রুদের সাথে হাড়ে হাড়ে মিত্রতা করে, তাদের সেবা করে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং তাদের নিরাপত্তা দেয় — তাদের বিধান কী?

আর এই বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণরূপে আল সা'উদের ত্বওয়াগীতদের মধ্যে একত্রিত হয়েছে।

আর তারা – আল সা'উদের ত্বগূতরা – এগুলো সহ্য করতে পারে না যখন কেউ তাদেরকে এই মৌলিক, 'ইলমী প্রশ্নগুলো করে, আর তাদের আসল ফির'আউনী স্বভাব প্রকাশ পায় অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী রূপে, যারা স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে ভয় দেখায় – **"**যদি তুমি আমাদের ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ কর, আমরা তোমাকে কারাবন্দীদের মধ্যে শামিল করব**"** (যেমনটা ফির'আউন বলেছিল) সুতরাং আল-সা'উদ হল এমন মানুষের প্রভু, কারণ ভালোবাসা ও ঘৃণা তাদের জন্যই, আনুগত্য তাদেরই জন্য, আর তারা শত্রুতা পোষণ করে তাদের বিরোধীদের প্রতি, আর তাদের প্রশংসার মহিমা সর্বদা উচ্চারিত হয়, আর তারা তাদের আদেশ পালন করে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানে তাদের পিছনে সমবেত হয়, ইত্যাদি। সুতরাং তারা আল-সা'উদ তাদের প্রভু ও ইলাহ হিসেবে 'ইবাদাত করেছে, আর এই মতের বিরোধিতা করা বা তা ত্যাগ করা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তা যতই প্রমাণ, দালীল, গবেষণা, অডিও বা অনুরূপ কিছু হোক না কেন।

আর এজন্যই তারা মুজাহিদীনদের এবং উম্মাহর হক্বপন্থিদের তাদের 'আক্বীদাহ ত্যাগ করতে, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে এবং তাদের প্রমাণ ও দালীলে বিরোধিতা করতে বলে, আল্লাহই আমাদের রব ও ইলাহ এর পরিবর্তে এই বিশ্বাস রাখতে যে তাদের ইলাহ ও রব হল আল সা'উদ। আর তারা যদি এটি প্রকাশ্যে স্বীকারও না করে, তবুও তাদের কথা ও যুক্তি তা-ই নির্দেশ করে। আর তাদের – আল সা'উদের – প্রস্তুত সৈন্যরা – যাদুকর, 'উলামা, লেখক, সাংবাদিক, সম্প্রচারক – এই ত্বগূতদেরকে তারা তাদের সর্বস্ব দিয়ে দিয়ে রক্ষা করে, যেমন আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল বলেছেন,

هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلۡتُمۡ عَنۡهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنۡهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيۡهِمۡ وَكِيلٗا

দেখ, তোমরাই ইহজীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সম্মুখে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে?[4]

তাই যে ব্যক্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে না, তারা তাকে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে, তাকে নির্যাতন করে এবং বলে যে, এমন লোকদের সাথে কোনো আলোচনা নেই — কেবল রাইফেল ও তরবারির মাধ্যমেই তাদের মোকাবেলা করা হবে। ফির'আউনরা এই পদ্ধতিতে দক্ষ ছিল — ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির পথ; সহিংসতা ও নির্যাতনের পন্থা; ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি হিংস্রতা ও সত্য তার পক্ষে থাকলেও তাকে অত্যাচার করা। এগুলো সেই একই পদ্ধতি যা সকল যুগ ও স্থানের যালিমরা আয়ত্ত করে রেখেছে, যখনই তারা মতাদর্শগত ও 'ইলমী সংঘাতে পরাজিত হয়, যখন জনগণের সামনে ও অবিসংবাদিত সত্যের কাছে তাদের যুক্তি পরাজিত হয়, তখন তারা অত্যাচার, আগ্রাসন, শাস্তি, কারাবন্দী ও নির্যাতনের অস্ত্র ব্যবহার করে, ঠিক যেমন ফির'আউন মূসা –عليه السلام– কে বলেছিল — তাকে বিতর্কে পরাজিত করার পর — ফির'আউন বলেছিল:

قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ

(ফিরআ'উন) বলল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব'।[5]

এটাই সেই ফিরআ'উনী যুক্তি যা আমরা এখন বিতর্ক অনুষ্ঠানগুলিতে প্রত্যক্ষ করছি, যা চব্বিশ ঘন্টা প্রচারিত হয়; এবং সেগুলো হলো তাদের নিজেদের সাথে বিতর্ক, প্রতিপক্ষের সাথে নয়। যে কেউ এই অনুষ্ঠানগুলো

---

[4] *সূরাহ আন-নিসা: ১০৯*

[5] *সূরাহ আশ-শু'আরা: ২৯*

দেখে থাকবেন, তারা এগুলোকে এই শিরোনাম দিতে পারেন, "আমরা আপনাকে শুধুমাত্র তাই দেখাই যা আল সা'উদ দেখে, এবং আল সা'উদ আপনাকে শুধুমাত্র হিদায়াতের পথেই পরিচালিত করবে'—এর অনুষ্ঠান।" তাই তারা মতপার্থক্য রয়েছে এমন ব্যক্তিকে তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা বিতর্কের স্বাধীনতা দেয় না, বা তাদের সাথে লাইভ অনুষ্ঠানে স্বাধীন চ্যানেলগুলোতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেয় না; বরং তারা এটি করতে অক্ষম। আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করি, উদাহরণস্বরূপ, ড. সাদ আল-ফাকীহ, বা ড. আল-মাসারি, বা আল-মাক্বদিসী, বা হানি আস-সিবা'ঈ [উল্লেখ্য এরা অনেকেই পরবর্তীতে পথভ্রষ্টতাকে বেছে নিয়েছে – সম্পাদক], অথবা উসামাহ বিন লাদিনের সাথে দেখা করে তার সাথে বিতর্ক করে তা রেকর্ড করার, যাতে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠে যদি তারা সত্য চায়। তালিকাটি দীর্ঘ, কিন্তু তারা জানে যে তাদের ত্রুটিগুলো প্রকাশিত হয়ে যাবে, এবং সে কারণেই তারা কোনো কেলেঙ্কারি ছাড়াই তাদের বর্তমান অবস্থানেই থাকতে পছন্দ করে।

বরং, যদি আপনি তাদের বাস্তবতা ও প্রকৃত অবস্থা গভীরভাবে বিবেচনা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে এমনকি তাদের বিতর্ক অনুষ্ঠানেও তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধে লিপ্ত। যখন আল-আওয়াজী আল-জাযিরাহয় উপস্থিত হয়ে তদন্তকারী, বিচারক, ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রী, মুফতী ও অন্যান্যদের সমালোচনা করেন এবং তিনি আল-সা'উদ পরিবারের ত্বওয়াগ্বীতদের মাসূম বানান। পরের দিন সৌদি চ্যানেল ১-এ আল-বুরাইক, রাশিদ আয্-য্বহরানীসহ একদল শাইখ এবং আল-ঈদী ও আস-সাদলান এমবিসি চ্যানেলে আল-আওয়াজী, তার সহযোগী ও তার মতো অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে আসেন। আর আল-হাওয়ালী তার বক্তৃতা নিষিদ্ধ করার অভিযোগ তুলে ধরেন ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। কিছুদিন পর, মন্ত্রী আল-'আরাবিয়্যাহয় আসে এই খবরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। আল সা'উদবিরোধী — চাই তারা মুজাহিদীন হোন বা সৎকর্মশীল লোক — সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়েই কেবল তাদের মধ্যে ঐক্য থাকে; অন্য যেকোন বিষয়ে তারা পরস্পর সতীনের মত আচরণ করে। আর মুজাহিদীন ও পরিবর্তনকামী মানুষদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো — তাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে বসবাসের অধিকার নেই; বরং তাদের স্থান কারাগার ও অন্ধকার কূপে।

অন্যথা কেন তারা মুজাহিদীন ও 'উলামাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে যদি তারা তাদের (আল-সা'উদের) বিরোধিতা করতে থাকে? তারা কেন তাদেরকে নিজ মানহাজ ও আদর্শের দিকে মানুষকে আহ্বান দেয় না? কেন তারা মানুষকে তাদের (মুজাহিদীনদের) প্রমাণ ও যুক্তি শুনতে দেয় না, আর ত্বওয়াগ্বীতদের প্রমাণও শুনে উভয়পক্ষের বিতর্কের পর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ অনুসরণ করতে দেয় না? যদি সেই ত্বওয়াগীতরা সঠিক পথে থাকে, তাহলে তারা মুজাহিদীনদের থেকে ভয় পায় কেন? যদি সরকার ও জনগণ সত্যিই একত্রিত(তাদের মধ্যে ঐক্য) হয়—যেমন আমরা সর্বদা শুনে থাকি — তাহলে বিতর্ক ফোরামে লেখা নিবন্ধ ও প্রকাশনা নিয়ে এত ভয় কেন? একটি কালো স্ক্রিন [আল-ইসলাহ] থেকে সম্প্রচার নিয়ে এত ভয় ও আতঙ্ক কেন? তাদের কাছে তো প্রচুর টেলিভিশন চ্যানেল, সংবাদপত্র ও 'উলামা ইত্যাদি রয়েছে। যদি তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতো, যেমন তারা দাবি করে থাকে, এবং সরকার ও জনগণ একাত্মতা বজায় রাখত, তাহলে ইমাম উসামাহ আল-জাযিরাহয় উপস্থিত হলে তাদের সিংহাসন কাঁপতে থাকবে কেন?

এই সমস্যাগুলো এমন যে, প্রত্যেক যুগের ত্বগ্বূত ও ফির'আউনরা কখনই মেনে নেবে না। কোন সীমালঙ্ঘনকারী এটা মানবে না, এমনকি যদি সে দাবি করে যে সে নিরপেক্ষ, বাস্তববাদী এবং মুক্তমনা ও (মত)পার্থক্য মেনে নেয় এবং তার দরজা সবসময় খোলা এবং সে গণতান্ত্রিক! এগুলো শুধু স্লোগান যা বাহ্যিক অবস্থাকে উজ্জ্বল ও উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়, অন্যথায় বাস্তবতা হলো তারা শুধুমাত্র কারাগারে বন্দী করার হুমকি দেয়। তবুও, প্রতিটি যুগে, এই হুমকিগুলো সত্যের মানুষদের তাদের ঈমান, তাদের দাও'আহ (আহ্বান) ও তাদের জিহাদ থেকে বিরত রাখতে পারেনি, এমনকি যদি পিছুটানদাতারা পিছিয়ে যায় এবং মিডিয়া কিছু মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ব্যবহার করে। কারণ সত্য পরাজিত হবে না, এবং এই কৌশলগুলোর কোনটাই হক্বপন্থিদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করতে পারেনি, কারণ তারা নিশ্চিত যে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, তাদের কথা শুনছেন, তাদের দেখছেন এবং তাদের হিফাযত করছেন, এবং তিনিই তাদের বিজয় দেবেন। আর এই কারণেই তারা ভীতি ও হুমকির মুখেও সত্যের উপর অবিচল থাকে।

আমি বলি যে, ফির'আউনরা এতে ভ্রুক্ষেপ করে না যদি তাদের মিডিয়া আক্রমণে, তাদের বিরোধীদের প্রতি তাদের কিছু বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হয়, যেমন প্রথম ফির'আউন নিজের সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছিল যখন সে মূসা ও তাঁর সাথীদের বলেছিল, তার পরে সে সব শহরে ঘোষণা পাঠিয়েছিল:

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَ اِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَ اِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾

(এই বলে যে) এরা (বানী ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। তারা আমাদেরকে অবশ্যই ক্রোধান্বিত করেছে। আর আমরা অবশ্যই সদা সতর্ক একটি দল[6]

তাই তারা (ফির'আউনরা) তাদের এই সাধারণ সম্প্রচারণ (বা গণজাগরণ) –কে ন্যায্যতা দেয় এই বলে যে, "হাক্কপন্থিরাই" (ফাসাদের) কারণ; আর হক্কপন্থিদের অবমূল্যায়ন ও অপমানের মাধ্যমে তৃপ্ত তাদেরকে "শিরযিমাহ" বলে ডাকে – যার অর্থ হলো "একটি ক্ষুদ্র দল" [বা] "পথভ্রষ্ট গোষ্ঠী" [বা] "কতিপয় ব্যক্তি ও দল" [বা] "সংখ্যায় নগণ্য।" "শিরযিমাহর" অর্থ হলো এমন কোনো দল যা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, যাদের কোনো মূলভিত্তি/শেকড়, দেশ বা নীতি নেই যা তাদেরকে সংযুক্ত করে। আর তারা সংখ্যালঘু, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না, আর তাদের কোন সাহায্যকারীও কেউ নেই। কারণ তারা যদি সত্য ও সঠিক পথে থাকত, তাহলে তারা এত নগণ্য সংখ্যক হত না!

আমি বলি, হক্কপন্থিদের বিরুদ্ধে এই সম্প্রচারণের পর, ফির'আউনরা সর্বদাই এক স্পষ্ট ও প্রকাশ্য স্ববিরোধিতায় পড়ে যায় এবং এর পরেই তারা ঘোষণা করে যে, তারা এবং তাদের নিকটতমরা হক্ক ও জিহাদের অনুসারীদের দরুন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

---

[6] *সূরাহ আশ-শু'আরা: ৫৪-৫৬*

وَ اِنَّهُمۡ لَنَا لَغَآئِظُوۡنَ

তারা আমাদেরকে অবশ্যই ক্রোধান্বিত করেছে।

এবং এর অর্থ হলো যে, তারা [হক্বপন্থিরা] তাদের দীনের বিরোধিতা, তাদের নিয়ম-কানুন ও শাসনব্যবস্থা থেকে ভিন্নমত পোষণ এবং তাদের আধিপত্য ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে সকলকে ক্রোধান্বিত করেছে এবং তাদের হৃদয়কে শত্রুতায় পূর্ণ করে দিয়েছে।

আর এটি সকল ফির'আউনদের স্বীকৃতি যে আহলুল হাক্ব (হক্বপন্থি) মুজাহিদীনরা তাদের জন্য, তাদের শাসনব্যবস্থা ও তাদের রাষ্ট্রের জন্য বিপদ এবং এক তাৎক্ষণিক হুমকি (বহন করে)।

সুতরাং যদি তারা একটি ক্ষুদ্র দলই হয়, যার কোন ভর (গুরুত্ব) বা মূল্য নেই, তাহলে তারা কীভাবে এক বৃহৎ জাতির মাথাব্যথার কারণ হতে পারে? আর কীভাবেই বা তারা একটি বৃহৎ জাতির জন্য বিপদস্বরূপ? আর কেনইবা এতসব সতর্কতা?

وَ اِنَّا لَجَمِيۡعٌ حٰذِرُوۡنَ

আর আমরা অবশ্যই সদা সতর্ক একটি দল।

এবং এর অর্থ হলো যে, আমরা (ফির'আউনরা) সকলেই তাদের (মূসা ও তাঁর অনুসারীদের) দ্বারা ক্লান্ত, তাদের সম্পর্কে সতর্ক, তাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন, তাদের থেকে মুক্তি পাওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং

তাদের বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর 'হাযিরুন' শব্দটি গভীরভাবে বিবেচনা করুন, এটি 'হাযির' শব্দের বহুবচন, যা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী বোঝায় অর্থাৎ 'সতর্ক', এবং এটি চার-অক্ষরের মাসদার (ক্রিয়ামূল) 'হাযারা' থেকে উদ্ভূত। এটি সতর্কতার মধ্যে একটি অতিরঞ্জনকে নির্দেশ করে।

এটি ফির'আউনদের আরেক অসঙ্গতি; কারণ যদি তারা [সত্যের অনুসারীরা] ছোট দলই হয়ে থাকে, তবে তাদের নিয়ে এতটা উদ্বেগ, তাদের সম্পর্কে সতর্কতা ও সাবধানতা কেন?

নিশ্চয়ই ফির'আউন কর্তৃক মূসা عليه السلام ও তাঁর সাথে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ — যে তারা একটি ক্ষুদ্র দল — এবং তাঁদের মর্যাদাকে হেয় করা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন, এই একই যুক্তি সকল স্বৈরাচারী ত্বগূতরা ব্যবহার করে। তারা তাদের বিরোধীদেরকে একটি নগণ্য সংখ্যালঘু দল হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং দাবি করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা তাদের পক্ষে, আর এই বিরোধী সংখ্যালঘুদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের অবস্থান ত্যাগ করতে হবে।

এবং আমি ত্বগূতের সমর্থক আয়েয আল-কারনীর সাথে শাইখাইনের (দুই শাইখ) — 'আলী আল-খুদাইর ও নাসির আল-ফাহদ — হওয়া আলোচনা পর্যবেক্ষণ করেছি, এবং দেখেছি যে সে এই যুগের ফির'আউনদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মিডিয়া যুদ্ধের পক্ষাবলম্বন করছেন, যার প্রধান লক্ষ্য মুজাহিদীনরা যেমন আল্লহু তা'আলা বলেছেন:

فَاَرۡسَلَ فِرۡعَوۡنُ فِی الۡمَدَآئِنِ حٰشِرِیۡنَ ﴿۵۳﴾ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٌ قَلِیۡلُوۡنَ ﴿۵۴﴾ وَ اِنَّهُمۡ لَنَا لَغَآئِظُوۡنَ ﴿۵۵﴾ وَ اِنَّا لَجَمِیۡعٌ حٰذِرُوۡنَ ﴿۵۶﴾

ফির'আউনদের খেলা

তারপর ফির'আউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল, (এই বলে যে) এরা (বানী ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। তারা আমাদেরকে অবশ্যই ক্রোধান্বিত করেছে। আর আমরা অবশ্যই সদা সতর্ক একটি দল।[7]

তাই তারা তাদের মিডিয়া প্রচারণায় জনসাধারণের মতামতকে প্রভাবিত করতে এবং মানুষকে তাদের পক্ষে আকর্ষণ করতে চায়, আর মুজাহিদীনদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে চায়। এজন্য তারা বিকৃত শব্দ ব্যবহার করে, যেমন — "খাওয়ারিজ, তাকফিরী, পথভ্রষ্ট গোষ্ঠী, ছোট অগঠিত দল।" আর তারা বলে যে, মুজাহিদীনরা দীনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় এবং তারা ধ্বংসকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী, যারা জাতির ধ্বংস এবং ফি'রআউন ও তাদের প্রধান সমর্থকদের অর্জনগুলো নষ্ট করতে চায়।

ফলে, এই ফির'আউন জিহাদ ও মুজাহিদীনদের মুখোমুখি হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে — এমনকি তা যদি তাদের নোংরা ও নিন্দনীয় পদ্ধতিতে হয়। তাই তারা বিভিন্ন শহর থেকে জাদুকর ও সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করেছে এবং মনে করে যে, তারা মুজাহিদীনদের নির্মূল করতে পারবে। কিন্তু সেই চূড়ান্ত ও রোমাঞ্চকর যুদ্ধের দিন আসবেই, যখন আল-সা'উদের যাদুকররা — অর্থাৎ যাদুকর, 'উলামা, লেখক, সাংবাদিক, প্রচারক ও সৈন্যরা — মুজাহিদীনদের মুখোমুখি হবে। আর তখন জাতিসমূহ ও মানবকূল ফির'আউন ও তাদের মিত্রদের থেকে মুক্তি পাবে।

যে ব্যক্তি মূসা عليه السلام ও ফির'আউনের কাহিনী এবং হক্ব ও বাতিলের সংঘাত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, সে ফির'আউনের মাধ্যমে মূসা -عليه السلام এর বিরুদ্ধে যে মিডিয়া আক্রমণ চালানো হয়েছিল এবং মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে আল-সা'উদ পরিচালিত মিডিয়া মিডিয়া হামলা – যাতে তাদের চিত্র বিকৃত করে জনগণকে তাদের থেকে দূরে সরানোর অপপ্রয়াস রয়েছে – এর মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাবে। ফলস্বরূপ, আপনি দেখতে পাবেন যে তারা (আল-সা'উদ) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে যে মুজাহিদীনরা ধোঁকাবাজ, তাদের

---

[7] *সূরাহ আশ-শু'আরা: ৫৩-৫৬*

'ইলম নেই, তাদের মধ্যে কোন 'উলামা নেই, তাদের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এবং তারা মুসলিমদের হত্যা করে ইত্যাদি। তারা শুধু দোষারোপ করেই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের (মালা') উত্তেজিত করার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করে। এবং সাধারণ নিয়ম হলো, মালা'রা (জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি) ত্বগ্বূতদের সাথে থাকতে এবং তাদের সুবিধা ও পুরস্কার লাভের জন্য তাদের অবস্থানে অনড় থাকতে পছন্দ করে। আর তারা ত্বগ্বূতদের বিরোধিতা করা সবাইকে — সত্য হোক বা মিথ্যা — আক্রমণ করতেও সচেষ্ট থাকে। আর এই ত্বগ্বূতরা, তাদের পূর্বসূরি ফির'আউনদের মতো, তাদের কূটচালে মালা'দের এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটি জানে। ফলে তারা (ত্বগ্বূতরা) তাদেরকে বলে যে, এই মুজাহিদীনরা তাদের দাও'আহ (আহ্বান), সামরিক অভিযান এবং তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে এবং সরকারকে উৎখাত করতে চায়। এর অর্থ হল, মন্ত্রণালয়গুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, পদমর্যাদা, অর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও ধ্বংস হবে; এমনকি জনগণ হয়ত তোমাদেরকে পদদলিত করবে। অন্যকথায়, তাদের দাও'আহ ও জিহাদের লক্ষ্য তোমরাই।

তাই তোমাদের (অর্থাৎ মালা'দের) পদমর্যাদা, মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ এখন এক অবশ্যাম্ভাবী হুমকির মুখে। তাই যদি তোমরা মুজাহিদীনদের সম্পর্কে নিশ্চুপ থাক এবং তাদেরকে মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে দাও, তাদের ধারণা ও নীতিগুলো প্রচার করতে দাও, তাহলে তোমাদেরকে নির্মূল করা হবে। তারা তোমাদেরকে জোরপূর্বক দেশ থেকে বের করে দেবে, বরং নিষ্ঠুরতমভাবে হত্যা করবে। সুতরাং, তোমাদের নিজ স্বার্থ রক্ষার্থেই (তোমাদের উচিত) তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। এভাবে, আল-সা'উদ ত্বগ্বূতরা তাদের অপকর্মের মাধ্যমে শক্তিবলয় (মালা'), মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী ও 'উলামাদের সমর্থন নিশ্চিত করে। তারা নিশ্চিত করে যে এই গোষ্ঠীগুলো কখনই মুজাহিদীন বা সংস্কারকামীদের পক্ষে যাবে না — এমনকি যদি এটা তাদের কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে নিশ্চিতভাবে দেখানো হয় যে তারাই (মুজাহিদীনরা) সত্যের উপর রয়েছে! এটিই তা যা তারা করে থাকে, এবং এভাবে, ত্বওয়াগ্বীতরা মালা'দের প্রভাবিত করে এবং তাদেরকে এসব পরামর্শ দিয়ে প্রেরণা যোগায়, যাতে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পূর্ণতা অর্জিত হয়, কারণ,

যা কিছু আল-সা'উদ পরিকল্পনা করছে তা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুতর, এবং মুজাহিদীনদের উদ্দেশ্যও তাদের সাথে সম্পর্কিত; ত্বগ্বূত যখন নিজেকে হুমকির মুখে অনুভব করে, তখনই হঠাৎ করে তার রক্ষী, সহকারী ও কর্মকর্তাদের কাছে ঘেঁষতে শুরু করে। তারা গণতান্ত্রিক হওয়ার ভান করে, পরামর্শ চায় এবং দাবি করে যে দেশ ও জনগণের জন্য সবকিছু করছে। তারা নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার ভান করে এবং বলে যে তারা মতামত শ্রদ্ধা করে, মেনে চলে ও আদেশ পালন করে। এভাবে তারা জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা কী বল?" কিন্তু কখনও কি মালা'রা — এই আজ্ঞাবহ লোকেরা — আল-সা'উদদের আদেশ দেয়? কখনও কি তারা (আল-সা'উদ) পরামর্শ শুনেছে? কখনও কি তারা মালা'দের কাছ থেকে নির্দেশনা চেয়েছে? আর কখনই কি তারা মালা'দের আদেশে কাজ করেছে?

এটাই ফির'আউনদের সেই খেলা [যা খেলা হয়] সেই সময়ে যখন তাদের সিংহাসন টলতে থাকে। যেমন প্রথম ফির'আউন এটি খেলেছিল, আজ আল-সা'উদের ফির'আউনরাও এটি খেলছে, কারণ তাদের সিংহাসন কেঁপে উঠেছে এবং তাদের পেটে খিঁচুনি দিয়ে উঠেছে। মালা'দের নিয়ে তারা যে ভণ্ডামি করে, সেটা আসলে এক ধরনের কূটচাল ও প্রতারণা—যার মাধ্যমে তারা মালা'দের নিজেদের চারপাশে জড়ো করে রাখে। এর পেছনে কারণ হলো, তারা কঠিন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি, আর তাদের সঙ্গে থাকা মেরুদন্ডহীন মালা'দের উদ্দেশ্যও দুরভিসন্ধিমূলক। ফলে মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং মনে করে যে তারা আল-সা'উদের নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলতে সক্ষম, এবং এখন আল-সা'উদ নাকি তাদের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন বোধ করছে। ধারণা হয়, তাদের আদেশও বাস্তবায়িত হবে। তারা নির্দ্বিধায় স্যাটেলাইট চ্যানেলে আসে, ইঙ্গিত করে, আদেশ দেয় এবং বলে — 'আমরা তাদের কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা করি এবং তাদের কাছে সদিচ্ছার আবেদন জানাই' — যেমনটি আল-'আওয়াজী করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো — তারা কি তাদের প্রভু ও মালিককে আদেশ দিতে সক্ষম? উত্তর: না। তবুও এটাই সেই ভুল ধারণা, যা আল-সা'উদের ত্বওয়াগ্বীত তাদের মধ্যে তৈরি করে দেয়।

এবং এইভাবে, সেই মালা'গণ পরামর্শ দিতে শুরু করেছে এবং সেই উপায়গুলি সংকলন করতে শুরু করেছে যা মুজাহিদীনদের নির্মূল করা সম্ভব করবে।

আমি বলি, যখন মুজাহিদীনদের সঙ্গে আলে-সাউদের বিরোধ মানুষের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হলো, মানুষের সমাবেশে আলোচনার বিষয় হলো, এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো, আর আসন্ন যুদ্ধের সময়-নির্ধারণ জনসাধারণের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল — তখন আমি নিজেকে বললাম: এটি সেই পুরনো দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি — মূসা -عليه السلام এর ফির'আউন ও তার যাদুকরদের সাথে সংঘর্ষের মতই। কারণ সেই যুগেও মূসা ও ফির'আউনের মধ্যে সংঘর্ষ মানুষের প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল, মানুষের সমাবেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, এবং তারা মিশরীয় হোক বা বানী ইসরাঈলের হোক — সবাই এই বিষয়ে মতামত ও বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিল। যুদ্ধের দিনের সময় নির্ধারণও তখন মানুষের প্রধান আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছিল। মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল যাদুকরদের সমবেত হওয়া ও রাজধানীতে তাদের অগ্রসরের জন্য, এবং তারা সেই উত্তেজনাপূর্ণ দিনটির জন্য অপেক্ষায় ছিল — যেমনটি এখন ঘটছে। আর ইতিহাসের মতো করেই, অধিকাংশ মানুষ বিজয়ীদের পক্ষেই থাকে। যেমন তারা বলেছিল,

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ

যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।[8]

আর সমস্ত শহর ও প্রদেশের শাসকগণ তাদের যাদুকর ও তাদের বাহিনীসমূহকে একত্রিত করতে লাগল এবং তাদের ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করতে লাগল, আর তারা মূসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হল।

---

[8] *সূরাহ আশ-শু'আরা: ৪০*

আর ফির'আউন চেয়েছিল যে, যাদুকরদের মধ্যে মূসার সাথে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাক এবং তারা তার প্রতি গভীরভাবে অনুগত হয়ে উঠুক। এজন্য সে তাদের সঙ্গে একটি গোপন ও ব্যক্তিগত বৈঠকে মিলিত হল এবং মূসা সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলল। সে তাদের সামনে বারবার এই অভিযোগ পেশ করল যে, মূসা একজন যাদুকর এবং তিনি এই দেশ ও এর জনগণকে ধ্বংস করতে চান — যেমনটি আল্লহু তা'আলা বলেছেন:

إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمۡ أَوۡ أَن يُظۡهِرَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ٱلۡفَسَادَ

(আর ফির'আউন বললো), নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দীন পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে[9]

আর যদি তারা তাঁকে পিষে ফেলে তবে তারা মূসা عليه السلام এর দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা থেকে জাতি ও জনগণকে মুক্তি দেবে।

এবং এটি আপনার কাজ যে আপনি এই দুটি অবস্থান ও দুটি ঘটনার মধ্যে তুলনা করবেন, এবং চিন্তা করবেন যে, আল-সা'উদের যেসব যাদুকর রয়েছে, তারা কি সত্যিকার যাদুকর, না-কি তারা হল ঘোষণাপত্র ও স্যাটেলাইটের যাদুকর?

আর এই ফির'আউনী যুক্তি ও ব্যাখ্যাই আজ আমরা প্রত্যেক ত্বগূতের মুখে শুনি, যখন সে মুজাহিদীনদের ও মুহাম্মাদের ﷺ উম্মাহর সত্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সুতরাং সে (ত্বগূত) নিজেকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে এমনভাবে, যেন সে একজন ধার্মিক ও বিশ্বাসী মূমিন, যে তার 'আক্বীদাহ ও ঈমানে অটল,

---

[9] *সূরাহ আশ-শু'আরা: ৪০*

নৈতিকতা নিয়ে আগ্রহী এবং কল্যাণের ব্যাপারে চিন্তিত, উন্নয়ন, অগ্রগতি, গৌরব ও নিরাপত্তার একনিষ্ঠ অনুসন্ধানকারী। অথচ, তার বিপরীতে আপনি দেখবেন সে হক্কের অনুসারীদের (দা'ঈ, মুজাহিদ) ও 'উলামা আদ-দীনের বিরুদ্ধে শত্রুতা ছড়াচ্ছে, এই অজুহাতে যে তারা নাকি যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে এবং অগ্রগতিকে ধ্বংস করছে, তারা বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী, তারা শাইত্বনের মিত্র এবং বিশৃঙ্খলা ও পথভ্রষ্টতার নেতা! আর এজন্য তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ও নির্মূল করা জরুরি, যাতে তারা তাদের শাইত্বনী লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারে!

সায়্যিদ কুতুব رحمه الله বলেন "ফি যিলালিল ক্বুরআন, ৫/৩০৮৭"-এ বলেছেন, "এর চেয়ে আশ্চর্যজনক আর কি হতে পারে যা ফির'আউন, পথভ্রষ্ট মুশরিক, আল্লাহর রাসূল মূসা – عليه السلام এর ব্যাপারে বলেছিল, নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দীন পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে!?

এটি কি সেই একই বক্তব্য নয় যা সব দুর্নীতিগ্রস্থ স্বৈরাচারী প্রত্যেক সংস্কারবাদী আহ্বানকারীর বিরুদ্ধে বলে? সত্যের সৌন্দর্যের মুখে এটা কি সেই একই মিথ্যা, বেদনাদায়ক কথার পুনরাবৃত্তি নয়? এটি কি সেই একই ধোঁকাবাজ, বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি নয় যা শান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত হয়?

নিশ্চয়ই, এটি সেই একই যুক্তি যা প্রতিবার সত্য মিথ্যার মুখোমুখি হলে, ঈমান (বিশ্বাস) কুফরের (অবিশ্বাসের) মুখোমুখি হলে, আর ন্যায় অন্যায়ের মুখোমুখি হলে পুনরাবৃত্ত হয়। সময়ের পরিবর্তন ও স্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও এই কাহিনী পুরোনো এবং পুনরাবৃত্ত এবং এটি সময়ে সময়ে প্রকাশ পায়।"

আর আমি বলি, নায়িফ ইবনু 'আবদিল-ইনজিলীয (ইংরেজদের দাসের পুত্র নায়িফ) যদি মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে 'উমরাহ পালনকারী হাজীদের লক্ষ্য বানানোর ইচ্ছার অভিযোগ করে, তবে এর চেয়েও অদ্ভুত আর কিছু আছে কি?

এবং সে যদি বলে যে ক্রুসেঅডারদের কম্পাউন্ডগুলো আসলে মুসলিমদের কম্পাউন্ড ছিল, এবং মানুষ সেখানে মধ্যরাত পর্যন্ত তারাবীহর সলাত পড়ছিল — তাহলে এর চেয়েও বিস্ময়কর আর কিছু কি আছে?

আর এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে কি, যখন বলা হয় যে, আল-সা'উদ — যারা আফগ্বনিস্তান, 'ইরাক্ব, সুদান ও ইয়ামানে মুসলিমদের হত্যা করেছে, এবং এ বিষয়ে ক্রুসেইডারদের সঙ্গে মিত্রতা করেছে — তারা নাকি দীন ও 'আক্বীদাহর রক্ষক; অথচ মুজাহিদীনরা — যারা কাফিরদের একের পর এক শিক্ষা দিয়েছে এবং যারা আফগ্বনিস্তান, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কাশ্মীর এবং চেচনিয়ায় মুসলিমদের রক্ষা করেছে — তাদের সম্পর্কেই বলা হয় যে তারা মুসলিমদের তাকফীর করে এবং তাদের হত্যা করতে চায়?

প্রত্যেক সময় ও স্থানের ত্বগ্বূতরা ফির'আউনের পথ অনুসরণ করে, তারা সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সত্যের লোকদের, তাদের সমর্থকদের, উমারাদের ও পুরুষদের হত্যা করে। এবং তারা চেষ্টা করে সাধারণ জনগণ থেকে অন্যদের তাদের সহযোগী হিসেবে জড়ো করতে, যেন তাদেরকেও এই অপরাধ, এই গুনাহ, বোঝা ও রক্তপাতের অংশীদার বানাতে পারে। তাই তারা ফতওয়া খোঁজে, জরিপ চালায়, সভা ও সাক্ষাৎকার করে এবং নিজেদের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে।

পরিশেষে: হে লোকসকল, নিশ্চয়ই এই দাওলাহ (রাষ্ট্র) – আল-সা'উদের দাওলাহ – টিকে থাকার চেয়ে ধ্বংসের অধিক নিকটে এবং আমি নিশ্চিত যে তাদের পতন আসন্ন। সুতরাং আপনাদের মধ্যে যে কেউ তাদের (আল-সা'উদ বা সংশ্লিষ্টদের) কাউকে ফাঁসি দেবে বা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে, সে যেন তা শুধুমাত্র সা'দ আল-বারিক, 'আইয আল-কারনী, মুহসিন আল-আওয়াজী, সুলাইমান আল-'ইদী, মুহাম্মাদ আল-আওয়ীন, হামিদ আল-গ্বমিদী এবং 'গ্র্যান্ড স্কলার্স কমিটির' সকল সদস্যের নাড়িভুঁড়ি বের না করে ক্ষান্ত না হয়। তালিকা দীর্ঘ, এবং আপনাদের তা অজানা নয়। সুতরাং আপনারা যেন নিজেদের ছুড়ি ধারালো করে নেন

এবং ত্বগ্বূতদের চামড়া ছিঁড়ে ও কুপিয়ে/টুকরো টুকরো করে শাস্তি দেন, এটি একটি ন্যায্য প্রতিফল, আর প্রতিফল কর্ম অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে ত্বগ্বূতদের ধ্বংসের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করুন। হে আল্লাহ, প্রভুদেরও প্রভু, মেঘমালার নিয়ন্ত্রক, কিতাবসমূহ নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, দলসমূহের পরাজয়কারী, অ্যামেরিকা ও তার মিত্রদের পরাজিত করুন। হে আল্লাহ, তাদের ধ্বংস করুন, তাদের কম্পিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ, তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলুন এবং আপনার বিপর্যয়সমূহ থেকে বিপর্যয় দিয়ে তাদের দূর্ভোগে নিপতিত করুন। হে আল্লাহ, তাদের ওপর আপনার পিষে দেবার শক্তি আরও বাড়িয়ে দাও। হে আল্লাহ, আপনার মুজাহিদ বান্দাদের বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ, তাদের গুলি ও তীরগুলোকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছান। হে আল্লাহ, তাদের দুর্বলতার ওপর রহম করুন, তাদের ভাঙা হাড় জোড়া দিয়ে দিন, তাদের বিষয়ের দায়িত্ব নিন, তাদের সংকল্পকে দৃঢ় করুন, তাদের কথাকে এক করুন, তাদের কাতারগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন এবং তাদের নেতাদের হিফাযত করো। হে আল্লাহ, তাদের ওপর আপনার প্রশান্তি বর্ষণ করুন, তাদের হৃদয় দৃঢ় করুন, তাদের ওপর সবর ঢেলে দিন, তাদের পায়ে স্থিরতা দিন এবং কাফিরদের ওপর তাদের বিজয় দান করুন।

আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

লিখেছেন: আবূ সালমান ফারিস ইবনু আহমাদ আলুশ-শুওয়াইল আয্-যহরানী।

আরব উপদ্বীপের ত্বওয়াগ্বীতের কারাগারগুলোর একটিতে বন্দী।

২৭/৯/১৪২৪ হিজরি